চোখে চোখে

নীললোহিত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৫

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রক
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

ভারতী ও সমরেশ দাশগুপ্তকে

কষ্ট

মাঝে মাঝে আমি একটা দ্বীপের স্বপ্ন দেখি।

শুধু রাত্রে ঘুমের ঘোরেই নয়, মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও কোথাও একলা চুপ করে বসে থাকলে সেই দ্বীপটার ছবি দেখতে পাই।

দ্বীপটি সমতল এবং খুব বড়ো নয়। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। চারপাশে সমুদ্র।

দ্বীপটিতে অসংখ্য ফড়িং। এতো ফড়িং ওখানে এলো কোথা থেকে কে জানে। মনে হয়, কোনোদিন বোধ হয় এক জোড়া ফড়িং ওখানে কোনোক্রমে গিয়ে পড়েছিলো, হয়তো কোনো জাহাজে। তারপর তারা বংশবৃদ্ধি করে এক রাশ হয়েছে—কিন্তু দ্বীপ ছেড়ে আর কোথাও যাবার উপায় নেই।

দ্বীপে গাছ আছে অবশ্য। তবে অধিকাংশ গাছই ছোট ছোট। মাঝে মাঝে দু-একটা লম্বা দেবদারু। এক জায়গায় একটা সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেত। বাগান না বলে ক্ষেত বললাম এই জন্য যে, ওখানে আর ফুলের বাগান কে বানাবে!

দ্বীপে মানুষ আছে তিনজন, কিন্তু তাদের বাগান করার ব্যাপারে একেবারেই মন নেই। তারা দিন রাত ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে, তাদের মাথার ওপর সব সময় ভনভন করে ফড়িং—ওরা বিরক্ত হয়ে ফড়িং তাড়ায়। দ্বীপটাতে কিছু খরগোসও আছে বলে মনে হয়। কারণ, আমি মাঝে মাঝে ঐ তিনজনকে মাংস ঝলসে খেতে দেখেছি।

ওরা থাকে একটা পাতার বাড়িতে। গাছের ডালপালা আর পাতা দিয়ে ওরা নিজেরাই বানিয়েছে। দুজন পুরুষ ও একজন নারী। ওরা কোথা থেকে এসেছে আমি জানি না—অথচ মুখগুলো চেনা চেনা মনে হয়।

ওদের তিনজনেরই বয়স আমারই বয়েসের কাছাকাছি। মেয়েটিও ছেলে দুটির মতো প্যাণ্ট পরে থাকে। তার মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, সে খোঁপা বাঁধে না, একটা সোনালী লতা গিঁট বেঁধে রাখে।

মাঝে মাঝে ওদের কথাও আমি শুনতে পাই! একটি ছেলে বললো, আজ কোন দিকে যাবো?

আর একটি ছেলে বললো, চলো উত্তর দিকে।

মেয়েটি বললো, না দক্ষিণ।

দ্বিতীয় ছেলেটি জোর দিয়ে বললো, না উত্তর।

মেয়েটিও জোর দিয়ে বলে, না দক্ষিণ।

প্রথম ছেলেটি বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে—আমরা বরং তিনজনে তিন দিকে যাই। একটু বাদে আবার সবাই এখানে ফিরে আসবো।

মেয়েটি বললো, কিন্তু তা হলে যে আর একটা দিক বাকি থাকবে?

প্রথম ছেলেটি বললো, সে আর কি করা যাবে!

মেয়েটি বললো, ধুৎ, ভালো লাগে না। আর একজন থাকলে বেশ হতো।

তখন মেয়েটি উদাসীনভাবে আকাশের দিকে তাকায়। তার চুলে এক হাত, এক হাত সামনের দিকে। ঠিক তাকে একটা ছবির মতন মনে হয়। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে হরিণীর মতো ছুটে যায়—ছেলে দুটি বলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও। তারপর তারাও দৌড়োয়।

প্রায়ই দেখতে পাই, ওদের নানান খেলায় একজন লোক কম পড়ছে। সময় কাটাবার জন্য ওদের খেলা করতেই হবে—কিন্তু আর একজনের অভাবে কোনো খেলাই ঠিক জমে না। মেয়েটি অভিমান প্রকাশ করে।

এই দ্বীপের স্বপ্নটা আমার খুব প্রিয় স্বপ্ন। মাঝখানে দু-তিন দিন স্বপ্নটা না দেখলে আমি একটু অধৈর্য হয়ে পড়ি। অথচ, স্বপ্ন তো জোর করে দেখা যায় না। যে সব দিন আমাকে বিরক্তিকর অপমানজনক